11-11-2019 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা ---'মনমনাভব' এই বশীকারণ মন্ত্রেই তোমরা মায়াকে জয় করতে পারো, এই মন্ত্রই সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও"

***প্রশ্নঃ -** অবিনাশী এই সৃষ্টি নাটকে সবথেকে বড় লেবার (সেবক) কারা এবং কিভাবে ?*

***উত্তরঃ -** এই পুরানো দুনিয়াকে স্বচ্ছ বানানোর সবথেকে বড় লেবার্স হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয় । ভূমিকম্প হয়, বাণ আসে, ধরিত্রীর সাফাই হয়ে যায় । এরজন্য ভগবান কাউকে নির্দেশ দেন না । বাবা কিভাবে বাচ্চাদের ডেস্ট্রয় (ধ্বংস) করবেন । ড্রামাতে এমন পার্টই আছে । এ তো রাবণের রাজ্য, এই বিপর্যয়কে ঈশ্বরীয় বিপর্যয় বলা হবে না ।*

ওম্ শান্তি । বাবা-ই বাচ্চাদের বোঝান -- বাচ্চারা, "মন্মনাভব" । এমন নয় যে, বাচ্চারা বসে বাবাকে বোঝাতে পারবে । বাচ্চারা বলবেই না - শিববাবা, "মন্মনাভব" । কখনোই নয় । এমনিতে তো বাচ্চারা বসে কথাবার্তা বলে, রায় দেয়, কিন্তু যা মূল মহামন্ত্র, তা তো বাবাই দেন । গুরুরা মন্ত্র দেন । এই নিয়ম কোথা থেকে এসেছে ? এই যে বাবা, যিনি নতুন সৃষ্টির রচনা করেন, তিনিই প্রথমে মন্ত্র দেন - "মনমনাভব"। এর নামই হলো বশীকরণ মন্ত্র, অর্থাৎ মায়াকে জয় করার মন্ত্র । এই মন্ত্র কেউই মনে মনে জপ করে না । এ তো বুঝতে হবে । বাবা অর্থ সহ বুঝিয়ে বলেন । যদিও এই মন্ত্র গীতাতে আছে তবুও এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । এ হলো গীতারই এপিসোড, কিন্তু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে । ভক্তিমার্গে কতো বড় বড় পুস্তক ইত্যাদি তৈরী হয় । বাস্তবে বাবা বাচ্চাদের মুখে মুখে বসে এইসব বোঝান । বাবার আত্মাতেই এই জ্ঞান আছে । বাচ্চাদের আত্মাই এই জ্ঞান ধারণ করে । বাকি সহজ করে বোঝানোর জন্য এইসব চিত্র ইত্যাদি বানানো হয় । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । তোমরা জানো যে, বরাবর এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো, তখন আর কোনো খণ্ড ছিলো না । পরবর্তীকালে এইসব খণ্ড যোগ হয়েছে । তাহলে এই চিত্রও এক কোণে রেখে দেওয়া উচিত । যেখানে তোমরা দেখাও ভারতে এনার রাজ্য ছিলো বাকি আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । এখন তো কতো ধর্ম, পরে এইসব ধর্ম আর থাকবে না । এ হলো বাবার প্ল্যান । ওই বেচারাদের তো কতো চিন্তা লেগে থাকে । বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতে পারো, এ সম্পূর্ণ ঠিক । এ কথা লেখাও আছে যে, বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন । কার ? নতুন দুনিয়ার । যমুনার তীরে থাকবে রাজধানী । সেখানে একটা ধর্মই থাকে । এই বৃক্ষ এখন সম্পূর্ণ ছোটো, এই বৃক্ষের জ্ঞান বাবাই প্রদান করেন । তিনি চক্রের জ্ঞান দেন, সত্যযুগে একটাই ভাষা থাকে, সেখানে অন্য কোনো ভাষা থাকবে না । তোমরা একথা সিদ্ধ করতে পারো, একই ভারত ছিলো,একই রাজ্য ছিলো, সেখানে একই ভাষা ছিলো । স্বর্গে সুখ - শান্তি ছিলো । সেখানে দুঃখের নাম - নিশানা ছিলো না । সুখ - স্বাস্থ্য - সম্পদ সবই ছিলো । ভারত তখন নতুন ছিলো, মানুষের আয়ুও অনেক বেশী ছিলো কারণ সেখানে পবিত্রতা ছিলো । পবিত্রতা থাকলে মানুষ স্বাস্থ্যবান থাকে । অপবিত্রতায় দেখো মানুষের কি হাল হয় । বসে বসেও অকাল মৃত্যু হয়ে যায় । যুবকেরও মৃত্যু হয়ে যায় । কতো দুঃখ হয় । ওখানে অকাল মৃত্যু হয় না । মানুষ সম্পূর্ণ আয়ু পায় । বৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কারোর মৃত্যু হয় না ।

যে কাউকেই বোঝাও না কেন, বুদ্ধিতে এই কথা বসাতে হবে যে - অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তিনিই পতিত পাবন, তিনিই সদগতি দাতা । তোমাদের কাছে ওই চিত্র থাকা উচিত তাহলে সিদ্ধ করে বোঝাতে পারবে । আজকের নক্সা এমন আবার কালকের নক্সা এমন । কেউ কেউ তো খুব ভালোভাবে মন দিয়ে শোনে । একথা সম্পূর্ণ বুঝিয়ে বলতে হবে । এই ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড । যখন এই দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কোথায় গেলো সেকথা কেউই বলতে পারবে না । একথা বলার মতো শক্তি কারোরই নেই । বাচ্চারা, তোমরা খুব ভালোভাবে রহস্য করে বুঝিয়ে বলতে পারো । এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই । তোমরা সবকিছুই জানো তাই আবার রিপিটও করতে পারো । তোমরা কাউকে প্রশ্নও করতে পারো - এরা কোথায় গেলেন ? তোমাদের প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে । তোমরা তো নিশ্চিত হয়ে বলতে পারো, কিভাবে এঁরাও ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । তোমাদের বুদ্ধিতে তো একথা আছে, তাই না । তোমরা চট করে বলতে পারবে, নতুন দুনিয়া সত্যযুগে আমাদের রাজ্য ছিলো । সেখানে একই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো । অন্য কোনো ধর্ম সেখানে ছিলো না । সবকিছুই সেখানে নতুন । সেখানে প্রতিটা জিনিসই সতোপ্রধান থাকে । সেখানে সোনাও অগাধ থাকে । ওখানে সোনা কতো সহজে পাওয়া যায়, যে তা দিয়ে ইট, বাড়ি ইত্যাদি তৈরী হয় । ওখানে তো সবকিছু সোনারই তৈরী হয় । খনি তো

সব নতুন থাকে, তাই না । নকল তো কেউই তৈরী করবে না যেহেতু আসল ওখানে প্রচুর থাকে । এখানে আসলের কোনো নামই নেই । এখানে নকলের কতো জোর, তাই বলা হয় মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া ----। এখানে সম্পত্তিও মিথ্যা । এমন এমন ধরণের হীরে - মোতি এখানে বের করা হয় যে, বুঝতেই পারা যায় না যে, কোনটা আসল আর কোনটা নকল ? তার চমক এতটাই থাকে যে পরখ করে বোঝাই যায় না -কোনটা আসল আর কোনটা নকল ? ওখানে তো এমন নকল জিনিস কিছুই থাকে না । বিনাশ হলে সবই ধরিত্রীর অন্দরে চলে যায় । এতো বড় বড় পাথর - হীরে ইত্যাদি মহলে লাগানো হবে, সেসব কোথা থেকে আসবে, কারা কেটে নিয়ে আসবে ? ভারতেও অনেকই বিশেষজ্ঞ আছে, যারা আরো হুঁশিয়ার হতে থাকবে । তারপর সেখানেও তো তারা সেই গুণ নিয়েই যাবে, তাই না । মুকুট ইত্যাদি কেবল হীরেরই হবে না, ওখানকার হীরে সত্যিই বিশুদ্ধ এবং প্রকৃত হীরে হবে । এই বিজলী, টেলিফোন, মোটর ইত্যাদি প্রথমে কিছুই ছিলো না । বাবার এই জীবনেও কতো কি বেরিয়েছে । একশো বছরের মধ্যেই এইসব বেরিয়েছে । ওখানে তো অনেক বড় বিশেষজ্ঞ থাকবে । তারা এখন পর্যন্ত শিখতেই থাকছে । আরো হুঁশিয়ার হতে থাকছে । এও বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার করানো হয় । ওখানে হেলিকপ্টারও ফুল প্রুফ হয় । বাচ্চারাও অনেক সতোপ্রধান সূক্ষ্ম বুদ্ধির হয় । আরো কিছু উন্নতি করো, তোমাদেরও সাক্ষাৎকার হতে থাকবে, যেমন বিদেশ থেকে যখন দেশে ফেরে তখন নিজের দেশের গাছপালা দেখা যায়, ভিতরে খুশী উৎপন্ন হয় যে, এবার ঘরে এলাম বলে । এখনই ঘরে এসে পৌঁছালাম বলে আনন্দ হয় । পরের দিকে তোমাদের এমন সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । বাচ্চারা বুঝতে পারে, বাবা হলেন অতি প্রিয় । তিনি হলেনই সুপ্রীম আত্মা । তাঁকে সবাই স্মরণও করে । ভক্তিমার্গে তোমরাও তো পরমাত্মাকে স্মরণ করতে কিন্তু একথা বুঝতে পারতে না যে, তিনি ছোটো নাকি বড় । এমন গানও গাওয়া হয় ---ভ্রুকুটির ভিতরে ঝলমলে আজব তারা ------তাহলে অবশ্যই তো বিন্দুর মতো হলো, তাই না । তাঁকেই বলা হয় সুপ্রীম আত্মা বা পরমাত্মা । তাঁর মধ্যে তো অনেক গুণই আছে । তিনি জ্ঞানের সাগর, কি জ্ঞান শোনাবেন ? তিনি যখন শোনাবেন, তখনই তো তোমরা জানতে পারবে, তাই না । তোমরাও কি প্রথমে জানতে, তোমরা কেবল ভক্তিই জানতে । এখন তো বুঝতে পারো, এ আশ্চর্যের, তোমরা আত্মাকেও এই চোখে দেখতে পাও না, তাই বাবাকেও ভুলে যাও । এই নাটকেই এমন আছে, যা বিশ্বের মালিক বানান, তাঁর নাম গুপ্ত করে অন্যের নাম দিয়ে দেয় । কৃষ্ণকে ত্রিলোকীনাথ, বৈকুন্ঠনাথ বলে দিয়েছে, অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না । বসে কেবল বাহবা দেয় । ভক্তিমার্গে বসে এমন অনেক কথা বানানো হয়েছে । ওরা বলে ভগবানের মধ্যে এতটাই শক্তি যে, হাজার সূর্যের তেজ, সবাইকে ভস্ম করে দিতে পারে । এমন - এমন কথা তৈরী করে দিয়েছে । বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের কিভাবে জ্বালাবো ? এ তো হতেই পারে না । বাবা কি বাচ্চাদের ধংস করবেন ? কখনোই নয় । এই পার্ট তো নাটকেই আছে । পুরানো দুনিয়া তো শেষ হতেই হবে । পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব সেবক । কতো জবরদস্ত সেবক এরা । এমন নয় যে, এদের প্রতি বাবার নির্দেশ আছে যে, বিনাশ করো । তা নয় । ঝড় আসে, দুর্ভিক্ষ হয় । ভগবান বলে কি যে এইসব করো ? কখনোই নয় । নাটকে তো এই পার্ট রয়েছেই । বাবা কখনোই বলেন না যে, তোমরা বোম্ব তৈরী করো । এ সব রাবণের মত বলা হবে । এ এক বানানো নাটক । রাবণের রাজ্য হলে সকলেই আসুরী বুদ্ধির হয়ে যায় । কতো মানুষ মারা যায় । অবশেষে সবাইকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে । এ এক বানানো খেলা যার পুনরাবৃত্তি হয় । বাকি এমন নয় যে শঙ্করের চোখ খোলাতেই বিনাশ হয়ে যায়, একে ঈশ্বরীয় বিপর্যয়ও বলা যাবে না । এ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ।

বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের শ্রীমত দান করছেন । কাউকে দুঃখ দেওয়ার কোনো কথাই নয় । বাবা তো হলেনই সুখের পথ প্রদর্শক । এই নাটকের নিয়ম অনুসারে বাড়ি পুরানো হতেই থাকবে । বাবাও বলেন, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে । এর এখন সমাপ্তি ঘটা উচিত । কিভাবে দেখো সকলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে । এ তো আসুরী বুদ্ধির, তাই না । যখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি থাকবে তখন কাউকে মারার কোনো কথাই থাকবে না । বাবা বলেন, আমি তো সকলেরই বাবা । সকলের প্রতিই আমার প্রেম আছে । বাবা এখানে সকলকেই দেখেন কিন্তু সেইসব বাচ্চাদের প্রতি নজর যায় যারা খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করে, যারা সেবাও খুব করে । এখানে বসে বাবার নজর সেবাধারী বাচ্চাদের প্রতি চলে যায় । কখনো দেরাদুন, কখনো মিরাট কখনো আবার দিল্লীতে । বাবা বলেন, যে বাচ্চা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে স্মরণ করি । যে আমাকে স্মরণ করেও না, তবুও আমি সবাইকে স্মরণ করি কেননা আমাকে তো সকলকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই না হ্যাঁ, যারা আমার কাছে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান অর্জন করে, নম্বর অনুসারে তারা উঁচু পদ পাবে । এ হলো অসীম জগতের কথা । ওই শিক্ষকরা হন এই জগতের । ইনি হলেন অসীম জগতের । বাচ্চাদের ভিতরে তাই কতো খুশী হওয়া উচিত । বাবা বলেন, সকলের পার্ট একরকম হতে পারে না, এনার তো এমন পার্ট ছিলো , কিন্তু অনুসরণকারী কোটির মধ্যে কয়েকজন হয় । কেউ বলে ----বাবা আমি সাত দিনের বাচ্চা, কেউ আবার বলে - আমি একদিনের বাচ্চা । তাহলে তোমরা তো শিশু হলে, তাই না । তাই বাবা প্রতিটা বিষয় বোঝাতেই থাকেন । নদীও তোমরা বরাবর পার করে এসেছো । বাবার আসাতে এই জ্ঞান শুরু হয়েছে । তাঁর কতো মহিমা । ওই গীতার অধ্যায় তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর কতবার

পড়ে এসেছো। তফাৎ দেখো কতো। কোথায় কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ আর কোথায় পরমাত্মা উবাচঃ। দিন রাতের তফাৎ। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে আমরা সত্যখণ্ডে ছিলাম, সুখও অনেক দেখেছিলাম। তোমরা চার ভাগের তিনভাগ সুখ ভোগ করো। বাবা এই নাটক তো সুখের জন্যই বানিয়েছেন নাকি দুঃখের জন্য। এ তো পরে তোমরা দুঃখ পেয়েছো। লড়াই তো এতো শীঘ্র লাগতে পারে না। তোমরা অনেক সুখ পাও। অর্ধেক - অর্ধেক থাকলে এতো মজা থাকবে না। সাড়ে তিন হাজার বছর তো কোনো লড়াই থাকবে না। রোগ ইত্যাদিও থাকবে না। এখানে তো দেখো রোগের পরে রোগ লেগেই আছে। সত্যযুগে এমন পোকামাকড় থাকবেই না যারা আনাজ খেয়ে নেবে তাই ওই যুগের নামই হলো স্বর্গ। তাই তোমাদের এই পৃথিবীর নক্সাও দেখাতে হবে তবেই ওরা বুঝতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে ভারত এখানেই ছিলো, এখানে অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। পরবর্তীকালে নম্বর অনুসারে ধর্মস্থাপকগণ আসেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফির জ্ঞান আছে। তোমরা ছাড়া বাকি সবাই তো বলে দেবে -এ হয় না - এ হয় না, তারা বলে, আমরা বাবাকে জানি না। তারা বলে দেয় তাঁর কোনো নাম - রূপ - দেশ - কাল নেই। নাম - রূপ নেই তাহলে কোনো দেশও থাকতে পারে না। মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের তাঁর যথার্থ পরিচয় দিচ্ছেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সদা অপার খুশীতে থাকার জন্য অসীম জগতের বাবা যে কথা শোনান তার মন্থন করতে হবে আর বাবাকে অনুসরণ করে চলতে হবে।

২) সদা সুস্থ থাকার জন্য পবিত্রতাকে আপন করে নিতে হবে। পবিত্রতার আধারে সুখ - স্বাস্থ্য এবং সম্পদের বরদানের অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে নিতে হবে।

বরদানঃ- শক্তিশালী স্মরণের দ্বারা সেকেণ্ডে পদ্মসম উপার্জন করে পদে পদে ভাগ্যবান আত্মা ভব*

তোমাদের স্মরণ যেন এতটাই শক্তিশালী হয় যাতে এক সেকেণ্ডের স্মরণে পদ্মসম উপার্জন জমা হয়ে যায়। যার প্রতি পদে পদ্ম সম কামাই, তাহলে কতো পদ্ম জমা হয়ে যাবে, তাই বলা হয় পদমাপদম ভাগ্যশালী। যখন কারোর ভালো উপার্জন হয় তখন তার চেহারার চমকই পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই তোমাদের মুখ দেখেও যেন পদ্ম সম উপার্জনের নেশা বোঝা যায়। এমনই আত্মিক নেশা বা আত্মিক খুশী যেন থাকে যে তারা অনুভব করবে, এরা সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ।

স্লোগানঃ- ড্রামাতে সব ভালোই হবে, এই স্মৃতিতে নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে যাও।*